সূচিপত্র

লেখকের কথা ১১

সূচনা ২৩

শৈশব শিক্ষা ও কর্মজীবন ২৫

জন্ম, বংশ ও শিশুকাল ২৫

শিক্ষাজীবন ২৬

চৌকস ফুটবল খেলোয়াড় ২৭

তরুন এরদোয়ানের জীবন সংগ্রাম ২৭

বৈবাহিক জীবন ও পরিবার ২৯

বৈবাহিক জীবন ২৯

এমিনে এরদোয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৯

বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিমদের তালিকায় ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোয়ান ... ৩০

ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি ৩০

রাজনীতিতে হাতেখড়ি, ছাত্র-যুব রাজনীতি ও সামরিক প্রশিক্ষণ ৩১

ছাত্র আন্দোলনে যোগদান ৩১

ক্যাম্পাসের ছাত্র রাজনীতি থেকে কারাগারের বন্দি শিবিরে ৩২

সামরিক প্রশিক্ষণ ৩২

রাজনীতির মাঠে এরদোয়ান ৩৩

ইস্তাম্বুলের সফল মেয়র ৩৩

রাজনৈতিক জীবন ৩৪

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান ৩৪

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ৩৫

সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ ৩৫

Scanned with CamScanner

প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্ডামে বিজয়ী ৩৬
তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন ৩৭
এরদোয়ানের একে পার্টি ক্ষমতা লাভের পেছনে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন ৩৭
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসিসহ অন্যান্য আলেমদের সংস্কার আন্দোলন ... ৩৯
সংক্ষিপ্তাকারে আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস ৪০
গৌরবোজ্জল সভ্যতা সৃষ্টিকারী উসমানি খিলাফতের পতন ৪০
তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ৪৪
তুরস্কে একদলীয় শাসন ৪৫
বহু দলীয় গণতন্ত্রের পথে তুরস্ক ৫১
প্রথম সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ ৫২
আদনান মেন্দেরেসকে ফাঁসি দেয়া হয় ৫৫
১৯৬১-১৯৮০ সালে এক অস্থিতিশীল গণতন্ত্র ৫৬
সেনাবাহিনীর পরিচালনায় মেমোরেন্ডাম ৫৭
তরমুজ কোয়ালিশন সরকার ৫৮
দুই আদর্শের যাতাকলে তুরস্কের রাজনীতি ৬০
মিল্লিগুরুস নামে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম ৬০
আবার সেনা শাসন জারি ৬১
আনাভাতান পার্টি ও তুরগুত ওজেইল ৬২
রাজনীতিবিদদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়া হয় ৬৩
অস্থির রাজনীতির এক দশক ৬৪
১৯৯৭ সালের পোস্ট মডার্ন ক্যু ৬৫

একে পার্টি গঠন ও ২০০২ সালের নির্বাচন ৭১
একে পার্টি গঠনের পেছনের ইতিহাস ৭১
রেফা পার্টিকে বাতিল এবং ফাজিলত পার্টি গঠন ৫৮
ব্যর্থ রাজনীতির কারনে চরম অনৈক্য ও অস্থিরতা ৭২
গুরুতর নেতৃত্বহীনতায় দেশ ৭৫
মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট ৭৫
ফাজিলত পার্টির কংগ্রেস ও দ্বিধাবিভক্ত নেতৃত্ব ৭৬
ফাজিলত পার্টি একে পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ ৭৭
জনগণ চায় এরদোয়ানের বলিষ্ঠ নেতৃত ৭৯
রাজনীতি করার পুনরায় অনুমতি প্রদান ৮০
একে পার্টির আত্মপ্রকাশ ৮১
এরদোয়ানের সাড়া জাগানো বক্তব্য ৮২
একে পার্টির অর্থ ৮৩
নতুন পার্টির এজেন্ডা এবং পলিটিক্যাল ডকট্রিন ৮৩
মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে একে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ৮৪
জনগণের নেতা এরদোয়ান ৮৫
এরদোয়ানের সাংগঠনিক সফর শুরু হয় কায়সেরি শহরে
জনসভার মধ্য দিয়ে ৮৫
দেশব্যাপী ননস্টপ সফর ৮৬
জনতার সাথে একাকার এরদোয়ান ৮৮
সভাপতি নির্বাচন ৮৯
নতুন একে পার্টির হেড কোয়ার্টার ৯০
কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন এরদোয়ান ৯০

নতুন পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ৯০
গণ সংগঠনে পরিণত হওয়া ৯৩
এরদোয়ান ও একে পার্টি নিষিদ্ধের লক্ষ্যে সাংবিধানিক আদালত ৯৪
সাংবিধানিক আদালতে রায় ৯৫
অচলাবস্থা ঘনিভূত ৯৬
এরদোয়ানের গতিরোধের পরিকল্পনা ৯৭
মিডিয়াতে শুধু এরদোয়ান ৯৮
মধ্যবর্তী নির্বাচন ৯৯
একে পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ ৯৯
এরদোয়ানের রাজনীতির আকাশে ঘোর অমানিশা ১০২
এরদোয়ানের প্রার্থীতা বাতিল ১০২
নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় ১০২
একে পার্টির ভূমিধস বিজয়ের পিছনের কারণ ১০৪
একে পার্টির সরকার গঠন : আব্দুল্লাহ গুল প্রধানমন্ত্রী ১০৫
এরদোয়ানের বিদেশ সফর ১০৫
রাজনীতির উপর কালো মেঘের অবসান ও প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের নেতৃত্বে নতুন তুরস্ক; এরদোয়ানের উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সংবিধান সংশোধন ১০৭
এরদোয়ানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন ১০৭
পঞ্চাশ দশকের ডানপন্থী রাজনীতির উত্তরসূরী তায়্যিপ এরদোয়ান ... ১০৮
গুরু ও শিষ্য নাজিমুদ্দিন এরবাকান ও এরদোয়ানের মধ্যে পার্থক্য ১০৮
নতুন তুরস্কের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান ১১০
এরদোয়ানের নেতৃত্বে নতুন তুরস্কের আত্মপ্রকাশ ১১০

তুরস্কের রাজনীতিতে সুশাসন নিশ্চিতকরণ ১১১
যোগাযোগ ব্যবস্থায় নয়াদিগন্তের সূচনা ১১২
তুরস্ক বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন শুরু করেছে ১১৬
শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন ১১৭
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দান ১১৮
ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ১১৮
শিক্ষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ১১৯
স্বাস্থ্যখাতে অভাবনীয় সাফল্য ১২০
অনগ্রসরমান জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ১২০
তুরস্কের অর্থনীতি মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে ১২১
জনস্বাধীনতা নিশ্চিত অধিকার পুনরুদ্ধার ১২২
হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১২২
যুব সমাজকে যোগ্য ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলা ১২৩
মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগতে গুণগত পরিবর্তন ১২৩
জনবান্ধব স্থানীয় সরকার ১২৪
ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া আবার মসজিদ হিসেবে উদ্বোধন ১২৫
মহাকাশ গবেষণায় তুরস্কের অগ্রগতি ১২৫
মহাকাশে আরও শক্তিশালী হচ্ছে তুরস্ক, নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ... ১২৬
একাধিক থিংক ট্যাংক নতুন তুরস্ক গড়ার কাজে নিয়োজিত ১২৭
সবচেয়ে আলোচিত ভিশন ২০২৩ ..... ১২৮
বেশ কয়েকটি বড় পরীক্ষার বৈতরনী অতিক্রম ১২৯
সরকারের ভিতরে আরেক সরকার ১২৯
কে ফেতুল্লাহ গুলেন? ১৩০

বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ১৫ জুলাইয়ের ব্যর্থ ক্যু ১৩২
ক্যু'র সময়ে এরদোয়ানের মানসিক দৃঢ়তা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে
সাহসী ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার প্রদর্শন ১৩৩
ক্যু পরবর্তী সময়ে তুরস্ক জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে ১৩৪
এরদোয়ানের সময়োচিত, সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেশ
কয়েকটি বড় পরিক্ষা অতিক্রম ১৩৬
এরদোয়ানকে উৎখাত চেষ্টার অভিযোগে ৩৩৭ জনের যাবজ্জীবন ১৩৮
প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরদোয়ানের ৬ বছর ১৩৯
প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ১৩৯
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০১৪ ..... ১৪০
প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরদোয়ানের ৬ বছর ১৪০
নতুন প্রেসিডেন্ট ভবন উদ্বোধন ১৪০
২০১৫ সালের নির্বাচনে একে পার্টির প্রথম বিপর্যয় ১৪১
দ্বিধাবিভিক্ত সংসদ ১৪২
প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা প্রবর্তন ১৪২
একে পার্টির আবার চেয়ারম্যান এরদোয়ান ১৪৩
২০১৮ সালের কিছু আলোচিত ঘটনা এবং প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ভূমিকা ১৪৩
প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টে নির্বাচন: একে পার্টির অবিস্মরণীয় বিজয় ... ১৪৩
২০১৮ সালে সবচেয়ে আলোচিত চাঞ্চলকর খাশোগি হত্যাকান্ড ১৪৪
বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব এরদোয়ান ১৪৬
আন্তর্জাতিক বিশ্বেঅন্যতমসবচেয়েপ্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব এরদোয়ান ১৪৬
সিরিয়া সংকট ১৪৭
কুর্দি ও আইএসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ১৪৮

গ্রীসের সাথে দ্বন্দ্ব ১৪৮
নাগার্নো কারাবাখ নিয়ে আজারীয় ও আর্মেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ ১৪৯
ফিলিস্তিন ইস্যু ১৫০
কাশ্মির ইস্যু ১৫০
রোহিঙ্গা ইস্যু ১৫১
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্কের অবস্থান ১৫১
তুরস্কের উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা ১৫২
এস-৪০০ ইস্যুতে তুরস্কের ওপর যে কোনো সময় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ১৫৩
তুরস্কের নিষেধাজ্ঞার হুমকিদাতারা অচিরেই হতাশ হবে: এরদোয়ান ১৫৪
হাসপাতালের আগুনে নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা ১৫৫
বিরাট ভুল থেকে আমেরিকাকে ফিরে আসার আহবান তুরস্কের. ১৫৬
তুরস্কের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে গ্রীস ও আমেরিকার
মধ্যে আলোচনা ১৫৭
বাইডেন প্রশাসন তুরস্ককে চায় ১৫৭
যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনার আহ্বান তুরস্কের ১৫৮
ইইউ'র নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারবে না: এরদোয়ান .. ১৫৯
নিষেধাজ্ঞা সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে ইইউ'র কাছে তুরস্কের অনুরোধ ... ১৫৯
ইইউ - তুরস্ক সম্পর্কে তিনটি প্রধান সমস্যা ১৬০
তুরস্কের বিরুদ্ধে ইইউর অবরোধ নিষেধাজ্ঞা কতটা ফলপ্রসু হবে? ... ১৬০
শান্তি আলোচনা চালিয়ে নিতে একমত তুরস্ক ও গ্রিস ১৬১
তুরস্ক কী চাচ্ছে? ১৬২
ইইউর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন এরদোয়ান ১৬৩
লিবিয়াগামী তুর্কি জাহাজে জার্মানীর তল্লাশি, উত্তেজনা তুঙ্গে ১৬৪

Scanned with CamScanner

ভূমধ্যসাগরে যা ঘটেছিল সেদিন ১৬৫
যুক্তরাজ্য তুরস্ককে ড্রোন নির্মাণের যন্ত্রাংশ আর দিবে না ১৬৬
ফ্রান্স আন্তরিক হলে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় তুরস্ক : তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৬৭
ফ্রান্স শিগগিরই ম্যাক্রোঁ থেকে মুক্তি পাবে: এরদোয়ান ১৬৮
এরদোয়ান ও ম্যাক্রোঁর চিঠি আদান-প্রদান ১৬৯
নাগার্নো-কারাবাখের যৌথ নজরদারি চালাতে তুরস্ক ও রাশিয়ার চুক্তি ..১৭০
নাগার্নো-কারাবাখে তুর্কি-রুশ যৌথ মনিটরিং সেন্টারের কার্যক্রম শুরু ..১৭০
লিবিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের সময়সীমা উপেক্ষা করল তুরস্ক ও রাশিয়া ১৭২
কোন দিকে হাটছে তুরস্ক? ১৭২
এরদোয়ানের পশ্চিমা নীতির পেছনে কী আছে? ১৭৩
পশ্চিমা বিশ্বকে আত্মসমালোচনার আহ্বান এরদোয়ানের ১৭৫
তুরস্ক-ইউরোপ বরফ গলার আভাস ১৭৬
দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান জোরালো করতে চায় তুরস্ক ১৭৭
বিশ্ব মুসলিমের কণ্ঠস্বর এরদোয়ান ১৭৯
বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠকামীদের সাথে সম্পর্ক ১৭৯
আরব বিশ্বে এরদোয়ানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ১৮০
মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এরদোয়ান ১৮২
এরদোয়ান মুসলিম বিশ্বে এতো জনপ্রিয় কেন? ১৮৭
মতবিরোধ পরিহার করে মুসলিমদের এক হওয়ার ডাক দিলেন এরদোয়ান ১৮৮
তুরস্কের সাথে সৌদি আরবের তিক্ততা চরমে; সৌদি সরকারের অনানুষ্ঠানিক তুরস্ক পণ্য বয়কট ক্যাম্পেইন ১৮৯
কেন সৌদি আরবের তুরস্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা? ১৯০

শৈশব, শিক্ষা ও কর্মজীবন

জন্ম, বংশ ও শিশুকাল

আরবীতে তখন ছিল রজব মাস। তাই তার নাম রাখা হয় রেজেপ, তুর্কী ভাষায় রজবকে রেজেপ বলা হয়। রজব তায়্যিপ এরদোয়ান বা রেসেপ বা রেজেপ তায়্যিপ এরদোগান বা রেজেপ/রেচেপ তাইপে এরদোয়ান বা রজব তৈয়ব এরদোয়ানের জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সালে। তিনি তুরস্কের কাসিম পাশা অঞ্চলে জুরজু বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম আহমেদ এরদোয়ান ও তানজিলা এরদোয়ান। এরদোয়ানরা ৫ ভাই-বোন ছিলেন। তাঁর বাবা দুই বিয়ে করার দরুন তার সৎ দুই ভাই এবং এরদোয়ানরা দু'ভাই, এক বোন। তার বাবা ছিলেন তুরস্কের কোষ্ট গার্ডের একজন সদস্য।

এরদোয়ানের বাবা আহমদ এরদোয়ানের জন্ম তুরস্কের উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট্ট প্রদেশ রিজে। রিজের ১১টি জেলার মধ্যে গুণেইসু জেলাটি পুরোটাই পাহাড়ী এলাকা। এখানকার ছোটো একটি মহল্লার নাম মেরকেজ। আর সেখানেই বাস ছিল এরদোয়ানের বংশের। দাদা তায়্যিপ এফেনদি। সে সময় রিজে ছিল সবচেয়ে অনুন্নত এক প্রদেশ। বর্তমানে সেখানে চা শিল্পের বিকাশ, তা সে সময়ে ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই বাবা আহমেদ এরদোয়ান জীবিকার আশায় বাড়ী থেকে বের হয়ে ইস্তাম্বুলের জঙ্গলদা শহরে আসেন। এখানে চার বছর যাবৎ কাজ করে ইস্তাম্বুলের কাছিম পাশায় বসবাস শুরু করেন আহমেদ এরদোয়ান। ১৯৫২ সালে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি চাকুরী নেন। এই চাকুরী থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে অবসর নেন।

এরদোয়ানের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) উপকূলে। যখন শিশু এরদোয়ানের বয়স ১৩ তখন তার মাতা-পিতার সঙ্গে তিনি ইস্তাম্বুলে চলে আসেন। তার বাবার উদ্দেশ্য ছিল এরদোয়ানসহ তার চার সন্তানকে ভাল লেখাপড়া করানো। এরদোয়ানের পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র ও অসহায়। তাঁর শিশুকাল অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

শৈশব, শিক্ষা ও কর্মজীবন

জন্ম, বংশ ও শিশুকাল

আরবীতে তখন ছিল রজব মাস। তাই তার নাম রাখা হয় রেজেপ, তুর্কী ভাষায় রজবকে রেজেপ বলা হয়। রজব তায়্যিপ এরদোয়ান বা রেসেপ বা রেজেপ তায়্যিপ এরদোগান বা রেজেপ/রেচেপ তাইপে এরদোয়ান বা রজব তৈয়ব এরদোয়ানের জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সালে। তিনি তুরস্কের কাসিম পাশা অঞ্চলে জুরজু বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম আহমেদ এরদোয়ান ও তানজিলা এরদোয়ান। এরদোয়ানরা ৫ ভাই-বোন ছিলেন। তাঁর বাবা দুই বিয়ে করার দরুন তার সৎ দুই ভাই এবং এরদোয়ানরা দু'ভাই, এক বোন। তার বাবা ছিলেন তুরস্কের কোষ্ট গার্ডের একজন সদস্য।

এরদোয়ানের বাবা আহমদ এরদোয়ানের জন্ম তুরস্কের উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট্ট প্রদেশ রিজে। রিজের ১১টি জেলার মধ্যে গুণেইসু জেলাটি পুরোটাই পাহাড়ী এলাকা। এখানকার ছোটো একটি মহল্লার নাম মেরকেজ। আর সেখানেই বাস ছিল এরদোয়ানের বংশের। দাদা তায়্যিপ এফেনদি। সে সময় রিজে ছিল সবচেয়ে অনুন্নত এক প্রদেশ। বর্তমানে সেখানে চা শিল্পের বিকাশ, তা সে সময়ে ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই বাবা আহমেদ এরদোয়ান জীবিকার আশায় বাড়ী থেকে বের হয়ে ইস্তাম্বুলের জঙ্গলদা শহরে আসেন। এখানে চার বছর যাবৎ কাজ করে ইস্তাম্বুলের কাছিম পাশায় বসবাস শুরু করেন আহমেদ এরদোয়ান। ১৯৫২ সালে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি চাকুরী নেন। এই চাকুরী থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে অবসর নেন।

এরদোয়ানের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) উপকূলে। যখন শিশু এরদোয়ানের বয়স ১৩ তখন তার মাতা-পিতার সঙ্গে তিনি ইস্তাম্বুলে চলে আসেন। তার বাবার উদ্দেশ্য ছিল এরদোয়ানসহ তার চার সন্তানকে ভাল লেখাপড়া করানো। এরদোয়ানের পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র ও অসহায়। তাঁর শিশুকাল অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

শিক্ষাজীবন

পিয়ালেপাশা প্রাইমারি মাদ্রাসায় এরদোয়ান প্রথমে ভর্তি হন। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে চমৎকার ফলাফল নিয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তাঁর মাদ্রাসায় ভর্তির ব্যাপারে তাঁর মুখ থেকে একটি মজার গল্প শুনতে পাই। তুরস্কের এক মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তাঁর নিজের গল্পটি এভাবে বর্ণনা করেন, "যখন বাল্যকালে আমি মাদ্রাসাতে পড়তে যেতাম, তখন আমার এলাকার কিছু মানুষ আমাকে বলতেন বেটা! কেন তোমার ভবিষ্যত খারাপ করছো? তুমি কি বড় হলে মুর্দা (মৃতদেহ) নাহলানোর (গোসলকারীর/সাফ করে দেয়া) কাজ করবে? মাদ্রাসার ছাত্রদের মূর্দা গোসল করানো ছাড়া আর কি কোনো কাজ জোটে? তাই বলছি কোনো ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও আর নিজের ভবিষ্যত তৈরী করার চিন্তা ভাবনা করো।

আমাকে এই প্রকার যারা উপদেশ দিতেন তারা বেশিরভাগই বয়স্ক ও বৃদ্ধ। তাই আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বগলে বই দাবিয়ে 'মাদ্রাসা ইমাদুল হাতিব' এর পথে হাটতাম।"

অবসরে এরদোয়ানের পিতা ফল বিক্রি করতেন। ফল বিক্রি করে যা আয় হতো তা দিয়ে তাঁর পরিবার চালাতে খুবই কষ্ট হতো। ফলে তাদের পরিবারে সব সময়ই আর্থিক অভাব-অনটন লেগেই থাকত। কোনো কোনো দিন তরকারীর বদলে তরমুজ দিয়ে এরদোয়ানদের রুটি খেতে হতো।

তাঁর মাতা-পিতা খুবই ধার্মিক ছিলেন। দ্বীন ইসলামের প্রতি তাদের অগাধ টান ছিল। তাই তারা এরদোয়ানকে কোরআনের হাফেজ বানানোর লক্ষ্যে স্থানীয় এক মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। শিশু এরদোয়ান শুরু থেকেই পড়াশুনায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ইস্তাম্বুলের মাদ্রাসা থেকে তিনি তাঁর নিজের পড়া শেষ করেন। তিনি কোরআনের হাফেজ হলেন। তিনি দ্বাদশ শ্রেণি সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত কিছু বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য আইয়্যুব কলেজে ভর্তি হন। ১৯৭৩ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। উল্লেখ্য, সে সময়ে মাদ্রাসা থেকে পাশ করে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যেত না। তাই তখন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কয়েকটি বিষয়ের দক্ষতার জন্য স্থানীয় কোনো কলেজে পড়াশুনা করতে হতো।

এরদোয়ান তুর্কির প্রসিদ্ধ মারমারাহ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে

তিনি ১৯৮১ সালে সফলতার সাথে অর্থশাস্ত্র এবং প্রশাসনিক বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু প্রারম্ভিক শিক্ষা তিনি মাদ্রাসা থেকেই অর্জন করেছেন। কিছু দিন তিনি একটি ইসলামিক স্কুলে পড়াশুনাও করেন। উল্লেখ্য, ছাত্র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা সকল প্রতিযোগিতায় প্রথম হতেন।

চৌকস ফুটবল খেলোয়াড়

ফুটবল তার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ফুটবল মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। মহল্লার ফুটবল টিমে খেলার মাধ্যমেই তার হাতেখড়ি। ১৪ বছর বয়সে কাছিম পাশা জামিযাল্টি ক্রীড়া ক্লাবের সদস্য হিসেবে তিনি বেশ নামকরা দ্রুত ফুটবলারে পরিনত হন। সেখান থেকে ইস্তাম্বুলের স্বনামধন্য আই ই টি টির ফুটবল দলে দীর্ঘদিন খেলেছেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি আঞ্চলিক পর্যায়ে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নাম কুড়িয়েছেন। ১৬ বছর বয়সে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁকে ডিভিশনাল লীগে খেলার সুযোগ দেয়া হবে। ওই সময়ে তিনি কাসিম পাশা সুপার ক্লাবের হয়ে খেলতেন এবং তৎকালিন সংবাদপত্রের তথ্য থেকে জানা যায়, তুরস্কের অন্যতম সেরা ক্লাব এসকে শিহির ও ফেনারবাইচে তাঁকে দলে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু পিতার অনাগ্রহে তিনি যোগদান করেননি। পরবর্তীতে কাসিম পাশা সুপার ক্লাবের খেলার মাঠ তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

তরুন এরদোয়ানের জীবন সংগ্রাম

রিসেপ তায়্যিপ এরদোয়ান তখন তরুন, তাঁদের পরিবারে খুবই দুর্দিন যাচ্ছে। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হওয়ায় আর্থিকভাবে সবাই চিন্তিত থাকত। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপের কারনে এরদোয়ান ছুটির দিনগুলোতে উপার্জনে নেমে পড়তেন। তিনি বাড়তি উপার্জনের জন্য বাজারে লেবুর শরবত এবং বিভিন্ন খাবার বিক্রি করতেন। তাঁর উপার্জিত অর্থ তাঁর পরিবারের খরচ নির্বাহে সাহায্য করতো এবং পাশাপাশি তিনি তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন।